মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

www. dhakaeducationboard gov.bd

পত্র নং ৬৮৮/উ: মা: পরী/২০০৯/১১৫৩ তারিখ ঃ২৫/১০/২০২২

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের eTIF পূরণ প্রসঙ্গে।

১। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ কর্মরত সকল শিক্ষকদের পরীক্ষা সংক্রান্ত গোপনীয় কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে eTIF পূরণ নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অনুরোধ করা হল। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ কর্মরত সকল শিক্ষকদের eTIF পূরণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্যানেল বন্ধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

২। সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রধান পরীক্ষক হওয়ার জন্য অনেক শিক্ষক মাস্টার ট্রেইনার না হওয়া সত্ত্বেও eTIF এর ডাটায় মাস্টার ট্রেইনার এর কলাম এন্ট্রি করেছেন, যা গর্হিত অপরাধ। সুতরাং যারা প্রকৃত পক্ষে মাস্টার ট্রেইনার নন তাঁরা অনতিবিলম্বে eTIF এর ডাটা থেকে মাস্টার ট্রেইনার কলাম সংশোধন করুন, নতুবা এরূপ প্রতারণামূলক তথ্যের জন্য আপনার বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রত্যায়নকারী বিধায় তিনিও দায় এড়াতে পারবেন না। কারণ প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রতিটি শিক্ষকের তথ্য অনুমোদনকারী।

৩। আরো দেখা যাচ্ছে অনেক শিক্ষক তাঁদের ব্যক্তিগত রেজাল্ট তথা এস.এস.সি, এইচ.এস.সি, বি.এ, বি.এসসি, অনার্স, মাস্টার্স, বি.এড, এম.এড, পিএইচডি ইত্যাদি পরীক্ষায় প্রাপ্ত বিভাগ/শ্রেণি eTIF এর নির্দিষ্ট কলামে এন্ট্রি না করে ফাঁকা রাখেন, অথচ প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রেজাল্টের সুনির্দিষ্ট পয়েন্ট রয়েছে। সুতরাং অবিলম্বে উক্ত কলাম সমূহে স্ব স্ব প্রাপ্ত বিভাগ/শ্রেণি এন্ট্রি করুন।

৪। First Joining এর ক্ষেত্রে অনেকে তাঁর বর্তমান স্কুল/কলেজে যোগদানের তারিখ দিয়ে থাকেন। এ কারণে তাঁর শিক্ষকতার প্রকৃত অভিজ্ঞতার চিত্র পাওয়া যাচ্ছে না। উদাহরণ- একজন শিক্ষক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০ বছর কর্মরত ছিলেন, পরবর্তীতে বর্তমান প্রতিষ্ঠানে ০৫ বছর কর্মরত আছেন তাহলে তাঁর অভিজ্ঞতা হবে ১৫বছর, এ ক্ষেত্রে বর্তমান স্কুল/কলেজে যোগদানের তারিখ দিয়ে ডাটা এন্ট্রি করলে অভিজ্ঞতা ০৫বছর বিবেচনায় আসবে। সুতরাং তাঁর First Joining হবে ১ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ, উল্লেখ্য প্রতি বছর সার্ভিসের জন্য আলাদা পয়েন্ট রয়েছে।

৫। শিক্ষকদের ডাটা পূরণের সময় অবশ্যই সোনালী ব্যাংকের (১৩ ডিজিটের) হিসাব নম্বর প্রদান করতে হবে।

৬। খন্ডকালীন, অনিয়মিত এবং অক্ষম ও গুরুতর অসুস্থ শিক্ষকদের তথ্য eTIF এ পূরণ করা যাবে না।

৭। শুধুমাত্র যে বিষয়ে অনার্স,মাস্টার্স করেছেন সে বিষয়ই Select করতে পারবেন।

৮। শিক্ষকদের সকল সনদ, নিয়োগপত্র ইত্যাদি তথ্য প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনে বোর্ড সেগুলো তদন্ত করবে।

৯। কোন তথ্য গোপন বা অসত্য তথ্য সংযোজন করলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৫.১০.২২

প্রফেসর মোঃ আবুল বাশার
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

অধ্যক্ষ/প্রতিষ্ঠান প্রধান
এ বোর্ডের আওতাধীন সকল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান